হিউমের সংশয়বাদ ঃ একটি পর্যালোচনা

টুম্পা রানী দে*

সারসংক্ষেপ ঃ *ডেভিড হিউম (১৭১১-৭৬) আধুনিক যুগের একজন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক। অভিজ্ঞতাবাদ অনুযায়ী প্রত্যক্ষণই জ্ঞান লাভের একমাত্র উৎস। কিন্তু হিউম ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার আলোকে কার্যকারণের অনিবার্য সম্বন্ধকে অস্বীকার করেন। হিউমের মতে, একটি ঘটনার (কারণ) পর আর একটি ঘটনা (কার্য) অভিজ্ঞতায় আমরা ঘটতে দেখলেও তাদের মধ্যেকার কোন অনিবার্য সম্বন্ধ অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষণ করি না, ঠিক একই যুক্তির ভিত্তিতে হিউম বাহ্যজগতের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করেন। অভিজ্ঞতাবাদী মত থেকে হিউম এই যুক্তি দেন যে, এমন কোনো বৌদ্ধিক প্রমাণ পাওয়া যায় না যার কারণে আমরা বলতে পারি আমাদের বাহ্যজগতের বস্তুসমূহ অস্তিত্বশীল। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা নির্দেশ করে যে বস্তুসমূহ আমাদের বাইরে অস্তিত্বশীল। কিন্তু 'সকল ধারণা হলো ইন্দ্রিয়জের প্রতিলিপি', এই ধারণাটি যদি আমরা গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করি, তাহলে দার্শনিক সিদ্ধান্ত হবে আমরা কেবল ইন্দ্রিয়জকেই জানি। আমরা জানি যে ইন্দ্রিয়সমূহ বাহ্যিক সত্তার কোনো স্পষ্ট প্রমাণ দিতে পারে না, কারণ ইন্দ্রিয়জ হলো ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ বিষয়। হিউম যুক্তির সাহায্যে অনুসন্ধান করতে চাইলেন, কেন আমরা মনে করি বাহ্যজগত অস্তিত্বশীল? আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ বলে না যে, আমাদের বাইরে বস্তুসমূহ স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল, কারণ যখন আমরা ঐ সকল বস্তুর সংবেদন থেকে দূরে থাকি তখন আমরা কীভাবে জানি যে তারা স্থায়ীভাবে অস্তিত্বশীল। এখান থেকেই হিউমের সংশয়বাদের যাত্রা শুরু হয়। শুধু বাহ্যজগতই নয়, একে একে হিউম যেভাবে আত্মা, আত্মার অভিন্নতা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সংশয় প্রকাশ করেন সেটাই এ গবেষণায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।*

সূচক শব্দ ঃ সংশয়বাদ, বাহ্যজগত, বাহ্যবস্তু, ইন্দ্রিয়জ, প্রত্যক্ষণ, কার্যকারণ সম্বন্ধ, পাইরোবাদ।

ভূমিকা

আমরা যে জগতে বাস করি তাকে বাহ্যজগত (external world) বলা হয় আর এই বাহ্যজগতে আমরা যে বস্তুসমূহ দেখি বা প্রত্যক্ষণ করি তাকে বাহ্যবস্তু (external object) বলে। দর্শনে বাহ্যজগত ছাড়াও অতীন্দ্রিয় জগত নামে আর একটি জগতের কথা স্বীকার করা হয়। অতীন্দ্রিয় জগত প্রত্যক্ষণ বর্হিভূত হওয়ায় এ জগত সম্পর্কে আমরা সরাসরি কোনো জ্ঞান লাভ করতে পারি না। কিন্তু প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো এবং আধুনিক যুগের জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টসহ অনেক দার্শনিক অতীন্দ্রিয় জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। আবার অন্যদিকে বাহ্যজগত ও বাহ্যজগতের বস্তুসমূহের অস্তিত্ব সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলেও অনেক দার্শনিক বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বশীলতার বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। সংশয় বা সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে যে মতবাদ গড়ে ওঠে তাকে সংশয়বাদ বা সন্দেহবাদ বলে। সংশয়বাদ হলো জ্ঞানের উৎপত্তি সংক্রান্ত এক ধরনের মতবাদ যা সত্য বা নিশ্চিত জ্ঞান সম্পর্কে সংশয় বা সন্দেহ পোষণ করে। তাছাড়া, এ মতবাদ জ্ঞানসম্পর্কীয় সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে জ্ঞানের প্রকৃত সম্ভাবনাকেই অস্বীকার করে। সংশয়বাদ অনুসারে যেহেতু কোন কিছুই নিশ্চিত বা নিঃসন্দিগ্ধ নয়, সেহেতু কোনো বিষয়েই জ্ঞান হতে পারে না। সংশয়বাদের উৎপত্তি প্রাচীন গ্রিক দর্শনে হলেও এর চরম পরিণতি দেখা যায় আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে, ডেভিড হিউমের দর্শনে।

---

* টুম্পা রানী দে, সহকারী অধ্যাপক (দর্শন), সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

উদ্দেশ্য

এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বশীলতা সম্পর্কে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে হিউমের মত বিশ্লেষণ করা এবং হিউম যেভাবে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বশীলতা প্রসঙ্গে সংশয় পোষণ করে বাহ্যবস্তুকে ইন্দ্রিয়জের প্রতিলিপি বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন তা পর্যালোচনা করা।

গবেষণা পদ্ধতি ঃ আলোচ্য প্রবন্ধটিতে বিশ্লেষণমূলক ও তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

যে কোনো গবেষণার ক্ষেত্রে সাহিত্য পর্যালোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের জন্য হিউমের নিজস্ব গ্রন্থের পাশাপাশি কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও নিবন্ধ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ সকল গ্রন্থ ও নিবন্ধের রচয়িতাগণ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংশয়বাদ প্রসঙ্গে হিউমের মতামত তুলে ধরেছেন।

ডক্টর আমিনুল ইসলাম (ইসলাম, ১৯৮৪) এর মতে, আমরা লক্ষ্য করি যে জড়পদার্থ, মন, বহির্জগৎ প্রভৃতির অস্তিত্বের মতো হিউম ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সংশয় প্রকাশ করেন।

ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী (চক্রবর্তী, ২০০০) দেখিয়েছেন যে, হিউমের মতে, সংশয়বাদ নির্বিচারবাদ এবং ধর্মান্ধতার প্রতিষেধক এবং দার্শনিকের পক্ষে অত্যন্ত আদরণীয়। কিন্তু দার্শনিক হওয়া মানেই কিম্ভুতকিমাকার হওয়া নয়; জীবনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে অতিরিক্ত চিন্তামগ্নতা অস্বাভাবিকতা। সেজন্যই তিনি বলেছেন-'দার্শনিক হও; কিন্তু সমস্ত দার্শনিকতার মধ্যে তুমি যে একজন জীবন্ত, চলন্ত ও স্বাভাবিক মানুষ, একথা ভুলো না'।

রমা প্রসাদ (প্রসাদ, ১৯৯১) বলেন, হিউমের মতে বিশ্বাস হলো অনুভবের বিষয়-এমন কিছু যা মন অনুভব করে। এ 'কিছু' অনুভব দিয়েই অবধারণের ধারণাকে (বিশ্বাসকে) কল্পনার অবাস্তবতা থেকে পৃথক করা যায়। এজন্যই হয়তো দার্শনিকসহ সাধারণ মানুষ বাহ্যজগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে।

Bertrand Russell (Russell, 1961) মূলত হিউমের সংশয়বাদের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, হিউমের সংশয়বাদ খন্ডন সহজ নয়। তবে একে মানাও এক প্রকার পাগলামি, এর থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ বের করতেই হবে।

David Hume (Hume, 1748) প্রথমে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেন, কারণ তিনি মনে করেন বাহ্যবস্তু ইন্দ্রিয়জের প্রতিলিপি। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি আত্মার অভিন্নতা, ঈশ্বর ও আত্মার অমরত্ব প্রসঙ্গেও একই দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থাৎ সংশয়ী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন।

Frank Thilly (Thilly, 1997) এর মতে, হিউম নিজেকে সংশয়বাদী বলতে ভালোবাসতেন, বিশেষ করে গোঁড়া অধিবিদ্যা প্রসঙ্গে তিনি একজন সংশয়বাদী ছিলেন।

Fredric Copleston (Copleston, 1999) এর মতে, শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়ছাপের সাহায্যে স্থায়ী এবং স্বাধীনভাবে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বশীলতা প্রমাণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হিউম সন্তুষ্ট ছিলেন না।

Georges Dicker (Dicker, 2001) মনে করেন বাহ্যজগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করার মূলে হিউমের তিনটি যুক্তি রয়েছে। **প্রথমত** বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বশীলতা প্রসঙ্গে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের দার্শনিকদের বিশ্বাস, **দ্বিতীয়ত** কার্যকারণ সম্বন্ধ বিষয়ক যুক্তি, **তৃতীয়ত** ভ্রম প্রত্যক্ষণমূলক যুক্তি।

Harold W. Noonan (Noonan, 2003) দেখিয়েছেন যে, হিউম মনে করেন বাহ্যজগত ও বাহ্যবস্তুতে আমাদের বিশ্বাসের দু'টি কারণ রয়েছে। **প্রথমত** ইন্দ্রিয়ের কাছে উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও বস্তুসমূহের অস্তিত্ব বজায় থাকে বলে আমরা বিশ্বাস করি, **দ্বিতীয়ত** মন এবং প্রত্যক্ষণ থেকে বস্তুসমূহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে এবং আমাদের বাইরে এরা অস্তিত্বশীল থাকতে সক্ষম বলে বিশ্বাস করা হয়।

Roger Scruton (Scruton, 2002) এর মতে, হিউমের দর্শন সম্পর্কে জানার প্রথম উপায় হচ্ছে তাকে একজন সংশয়বাদী হিসাবে জানা যিনি অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জ্ঞানের জন্য আদর্শ দাবিগুলোকে অস্থায়ী বলে অভিহিত করেন।

Samuel Encon Stumpf (Stumpf, 1975) দেখান যে, হিউম নিশ্চিতভাবে একজন সন্দেহবাদী হিসাবে ঈশ্বর সম্পর্কিত আলোচনা করলেও তিনি মনে করেন সম্পূর্ণ সংশয়বাদে অধ্যবসায় করা অথবা কয়েক ঘন্টার জন্য তাঁর আচরণে এটিকে প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কারণ তিনি অন্য সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করতে চেয়েছিলেন।

সংশয়বাদ

প্রাচীন গ্রিসে এপিকিউরীয় ও স্টোয়িক দর্শনে একই সময়ে সংশয়বাদের উদ্ভব হয়েছিল। এ মতবাদের প্রবক্তা ও সমর্থকেরা জ্ঞানের কোনো অনপেক্ষ ভিত্তিতে বিশ্বাস করতেন না। এজন্য তাদের মতবাদকে ধ্বংসাত্মক বলে অভিহিত করা হতো। তবে তাদের এ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির একটি উদার ও স্বাধীন দিকও ছিল। সর্বপ্রকার প্রাচীন কুসংস্কার, অপরীক্ষিত বিশ্বাস ও পক্ষপাতিত্ব থেকে মানবমনকে মুক্ত করার প্রয়াসী ছিলেন সংশয়বাদীরা। এ মতবাদের সমর্থকেরা মনে করতেন, মনকে যদি সকল প্রকার কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা না যায় তাহলে একজন দার্শনিকের পক্ষে কখনোই প্রকৃত দার্শনিক অনুসন্ধান পরিচালনা করা সম্ভব না। সংশয়বাদীদের মতে, দার্শনিকেরা কোনো উচ্চতর অর্ন্তদৃষ্টির অধিকারী নন এবং সত্তা সম্পর্কে তাঁরা কোনো বিশেষ প্রত্যাদেশ (revelation) পান না। আসলে দার্শনিক হলো সমকালীন প্রতিষ্ঠান ও প্রচলিত ধারণাবলির সমালোচক (ইসলাম, ২০১৩: ১৯৮)

প্রাচীন গ্রিক সংশয়বাদকে তিনটি পৃথক পর্বে বিভক্ত করা যায়। **প্রথম** পর্বের সংশয়বাদীদের মধ্যে পাইরো ও টাইমন বিখ্যাত। একে বলা হয় সংশয়বাদের গঠনমূলক পর্ব। নৈতিক অনপেক্ষবাদের বিরুদ্ধেই ছিল এ সময়ের দার্শনিকদের সংগ্রাম। **দ্বিতীয়** পর্বের প্রভাবশালী সংশয়বাদীদের মধ্যে আর্কেসিলস ও কার্নিয়াডিসের নাম উল্লেখযোগ্য। এর কেন্দ্রভূমি ছিল প্লেটোর একাডেমী। এ সময় বিশেষ করে স্টোয়িকদের আক্রমণ করা হয় এবং সম্ভাব্যতার ধারণাকে একটি মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সংশয়বাদের **তৃতীয়** পর্বের বৈশিষ্ট্য ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞানের ওপর গুরুত্বারোপ করা। এ সময়ে নিসিডেমাস, এগ্রিপা ও সেক্সটাস এমপিরিকাসের নেতৃত্বে সংশয়বাদ পরিপক্কতা লাভ করে (ইসলাম, ২০১৩: ১৯৯)। মধ্যযুগে সংশয়বাদ নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা পরিলক্ষিত হয় না। আধুনিক দর্শনের জনক হিসাবে খ্যাত রেঁনে ডেকার্ট সন্দেহাতীত জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে সংশয়কে দার্শনিক পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রাচীন যুগের সংশয়বাদী দার্শনিকদের মতো জ্ঞান ও সত্যকে অস্বীকার করার জন্য ডেকার্ট সংশয় পদ্ধতি ব্যবহার করেননি, বরং মনকে সকল প্রকার পূর্ব-সংস্কার থেকে মুক্ত করে নিশ্চিত ও সন্দেহাতীত জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। এজন্য ডেকার্টকে আমরা সংশয়বাদী দার্শনিক বলতে পারি না। আধুনিক যুগের অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক ডেভিড হিউমের দর্শনে সংশয়বাদ পরিপূর্ণতা লাভ করে।

সাধারণ মানুষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কার্য ও কারণের মধ্যে সম্বন্ধ স্বীকার করলেও হিউম বলেন, অভিজ্ঞতা কার্য ও কারণের সম্বন্ধের কোন চূড়ান্ত যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারে না। ঠিক একই যুক্তিতে হিউম বাহ্যজগত ও বাহ্যবস্তুকেও অস্বীকার করেন; কিন্তু সাধারণ মানুষ স্থায়ী এবং স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল বাহ্যবস্তুতে বিশ্বাস করেন। যদিও আমরা জানি যে, প্রত্যক্ষ এবং মনের সাহায্য ছাড়া আমরা সাধারণত বাহ্যজগতে প্রবেশ করতে পারি না, তারপরও আমরা এ জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। এ প্রসঙ্গে হিউম বলেন প্রত্যক্ষ এবং মনবর্হিভূত এ ধরনের বস্তুর অস্তিত্বের ভিত্তি ইন্দ্রিয় নয়, এমনকি বুদ্ধি ও যুক্তিও হতে পারে না। শুধুমাত্র কল্পনার ওপর ভিত্তি করেই মানুষ এ ধরনের বাহ্যজগতের বা বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে যে সকল ইন্দ্রিয়ছাপ (Impression) এ ধরনের কল্পনা (Imagination) করতে সাহায্য করে এবং স্থায়ী ও স্বতন্ত্র বাহ্যবস্তু সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করে তাদের বৈশিষ্ট্য কী?

হিউম স্থিরতা (Constancy) ও সঙ্গতি (Coherence) নামক দু'টি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন। পর্বত, গৃহ, বৃক্ষ এবং এরূপ অন্য বিষয় যা এখন আমাদের চোখের সামনে অবস্থিত তা এখন যেমন, চোখ বন্ধ করার পর বা মাথা অন্য দিকে ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ পর আবার যদি দেখি তখনও তেমনই থাকে (Hume, 1970: 195)| এ ক্ষেত্রে একই ইন্দ্রিয়ছাপের বার বার আবির্ভাব ঘটে বলে ইন্দ্রিয়ছাপগুলোকে আমরা স্থির বলে মনে করি এবং তাদের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র ও স্থির বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। অবশ্য কখনো কখনো বিষয়ের অবস্থান এবং গুণের পরিবর্তন হয়, কিন্তু এই পরিবর্তনের মধ্যেও একটা সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। আমি যদি এক ঘন্টা অনুপস্থিত থাকার পর আমার কক্ষে প্রবেশ করি তাহলে এক ঘন্টা ঘরে থাকলেও স্টোভের আগুনে যে পরিবর্তন দেখতাম সে-ই পরিবর্তন দেখি। এই ক্ষেত্রে স্টোভের আগুনের পরিবর্তনের মধ্যে যে একটা সঙ্গতি আছে, তা লক্ষ্য করা যায়। পরিবর্তনের মধ্যে এই সঙ্গতি হিউমের মতে বর্হিবিষয়ের এবং তাদের স্থিরতার একটি বৈশিষ্ট্য (Hume, 1970:2)|

অর্থাৎ হিউমের মতে, যখন অনেকগুলো ইন্দ্রিয়ছাপের মধ্যে আমরা সাদৃশ্য লক্ষ্য করি তখন আমরা তাদেরকে স্থির বলে কল্পনা করি এবং তাদের ভিত্তিতেই বাহ্যজগতের স্থির বস্তুতে বিশ্বাস করি; আবার কতগুলো ইন্দ্রিয়ছাপের ক্ষেত্রে পরিবর্তন থাকলেও এই পরিবর্তনের মধ্যে একটা সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় এবং এই সঙ্গতির ভিত্তিতেও কল্পনার সাহায্যে আমরা বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। সাধারণ মানুষ এমনকি দার্শনিকরাও বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। কিন্তু বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন প্রশ্ন না থাকলেও দার্শনিকরা জানেন যে, বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না, তাই এদিক থেকে দার্শনিকেরা সংশয়বাদী। কিন্তু লৌকিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতো দার্শনিকরাও বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং কল্পনাকে এর ভিত্তি বলে অভিহিত করেন। এ প্রসঙ্গে কোপলস্টোন হিউমের উক্ত উদাহরণ বিশ্লেষণ করে তাঁর *A History of Philosophy* গ্রন্থে বলেন, আমি প্রতিনিয়ত আমার জানালা দিয়ে তাকালে পাহাড়ের যে ইন্দ্রিয়ছাপগুলো পাই তারা সদৃশ এবং আমি যেদিক থেকেই প্রত্যক্ষ করি না কেন পাহাড়টি কমবেশি একই রকম থাকে। কিন্তু কক্ষে অবস্থানকালে আমি রাত নয়টার সময় আগুনের যে ইন্দ্রিয়ছাপ পাই এবং রাত দশটা ত্রিশ মিনিটে কক্ষে ফেরার পর আগুনের যে ইন্দ্রিয়ছাপ পাই তা এক নয়, কারণ আমরা বলতে পারি এই সময়ের ব্যবধানে আগুনের তাপ নির্বাপিত হয়েছে। অন্যদিকে এই পৃথক ইন্দ্রিয়ছাপ দু'টি আমার অন্য কোন সন্ধ্যায় পাওয়া আগুনের ইন্দ্রিয়ছাপের সাথেও সদৃশ হবে এবং আমি যদি একই সময়ে অথবা বিভিন্ন সময়ে একভাবে আগুনকে খেয়াল করি তাহলে দেখা যায় আগুনের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ছাপের মধ্যে একটি নিয়ত সঙ্গতি আছে। কিন্তু আমার মনে হয় এভাবে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়ছাপের সাহায্যে স্থায়ী এবং স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল বাহ্যবস্তুর এই ব্যাখ্যাতে হিউম

ততটা সন্তুষ্ট ছিলেন না (Coplestone, 1999: 295-296)। কারণ হিউম প্রথমেই বলেছিলেন, আমরা প্রত্যক্ষাতিরিক্ত এবং মনবর্হির্ভূত বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারি না, কারণ আমাদের মনের সামনে যা কিছু প্রকাশিত হয় তা প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য কিছু নয় এবং তা মনের ওপর নির্ভরশীল। হিউমের পূর্ববর্তী দার্শনিক আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদের জনক হিসেবে খ্যাত জন লক গুণের আধার হিসেবে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করলেও অন্যতম অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক জর্জ বার্কলি মননিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করে বলেন, 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর' (Esse est Percipi) অর্থাৎ ব্যক্তিমন যখন কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করে তখনই বস্তুটি অস্তিত্বশীল হয়। প্রচলিত অর্থে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব এত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলেও তাকে মনের ধারণা বলে অভিহিত করায় অনেকেই বার্কলিকে অযৌক্তিক সংশয়বাদী বলে অভিযুক্ত করেন। বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিউম ও বার্কলির মত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাঁরা দু'জনেই মননিরপেক্ষ ও প্রত্যক্ষাতিরিক্ত বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন এবং হিউম কল্পনাকে এ ধারণার (বাহ্যবস্তু) ভিত্তি বলে মনে করলেও বার্কলি এক্ষেত্রে ব্যক্তিমনের ধারণাকে প্রাধান্য দেন, যদিও পরে তিনি পরমধারণার (ঈশ্বরের) কথা স্বীকার করেন।

হিউমের মতে, কোন বিশ্বাসের মূলে থাকে যুক্তি বা বুদ্ধির প্রণোদনা, কিন্তু এমন অনেক বিশ্বাস আছে যা যুক্তি বা বিচার-বিবেচনার ধার ধারে না-এসব হলো স্বাভাবিক বিশ্বাস; যেমন, বাহ্যজগতের বা বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস। বিশ্বাস বলতে হিউম বোঝেন প্রধানত বস্তুস্থিতি ও প্রকৃত সত্তায় বিশ্বাস। বস্তুস্থিতি ও বস্তুর অস্তিত্ব কি করে বিশ্বাস উৎপাদন করে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়েই হিউম বিশ্বাসের স্বরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। বাহ্য জগত বা বস্তুর অস্তিত্বে আমাদের যে বিশ্বাস তা সব সময় বুদ্ধির বিচার-বিবেচনার ওপর নির্ভর করে না। ধরা যাক, কাউকে প্রশ্ন করা হলোঃ কেন বাহ্য জগতের বা বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার কর এমন (ক)? আরও ধরা যাক, এ প্রশ্নের উত্তরে একটা কারণ (খ) উল্লেখ করল (বললঃ আমি বিশ্বাস করি যে ক, কারণ খ)। আমরা যদি আবার প্রশ্ন করি কেন তুমি বিশ্বাস করো যে খ, তাহলে শ্রোতা বিশ্বাসের কারণ হিসাবে আর একটি কারণ (গ) উল্লেখ করতে পারে। বিশ্বাস সমর্থনকরণের এ প্রক্রিয়া কিন্তু সীমাহীনভাবে চলতে পারে না, কারণ এভাবে চলতে থাকলে অনবস্থা দোষ হবে। তাই এক জায়গায় এসে থেমে বলতে হবে ঃ আমি বিশ্বাস করি যে ঘ; কেন করি তা কোন যুক্তিতর্ক দিয়ে সমর্থন করা যায় না; এটা একটি সহজাত বৃত্তি-এমন অবস্থায় এমন বিশ্বাস হওয়াই স্বাভাবিক। এ রকম বিশ্বাসকে আমরা মৌল বিশ্বাস বা স্বাভাবিক বিশ্বাস বলে অভিহিত করতে পারি। বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বের বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে হিউম কল্পনাকে স্বীকার করে নিলেও *ইন্‌ক্যুয়ারি* গ্রন্থে কল্পনা ও বিশ্বাসের মধ্যে অবস্থিত সুক্ষ পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। হিউম বলেন, বিশ্বাস ও কল্পনার মধ্যে যে পার্থক্য তার মূলে আছে একটা বিশেষ বোধ বা অনুভূতি। কোন ভাবনাধারায় এ অনুভূতি যুক্ত হলে তা বিশ্বাসে উন্নীত হয়। আর তা না হলে ঐ ভাবনাধারা কেবল কল্পনার স্তরেই থেকে যায়। অবশ্যই এ বোধ বা অনুভূতি আমার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না এবং খুশীমতো এ অনুভূতি আমি সৃষ্টি করতে পারি না। যেমন, আমি বিশ্বাস করি যে প্রথম গতিশীল বিলিয়ার্ড বলটি দ্বিতীয় বিলিয়ার্ড বলকে আঘাত করলে এতে গতি সঞ্চারিত হবে এবং এটি স্থানচ্যুত হবে। কিন্তু ধরা যাক, আমি কল্পনা করছি চলমান বলটি অন্য বলটিকে কেবল স্পর্শ করেই থেমে যাবে। শেষোক্ত ভাবনাধারা কিন্তু প্রথম ভাবনাধারা থেকে স্পষ্টতই পৃথক, কারণ এর সাথে যুক্ত থাকে আর এক রকম বোধ। হিউম বলেন বিশ্বাস হলো অনুভবের বিষয়-এমন কিছু যা মন অনুভব করে। এ 'কিছু' অনুভব দিয়েই অবধারণের ধারণাকে (বিশ্বাসকে) কল্পনার অবাস্তবতা থেকে পৃথক করা যায়। এজন্যই হয়তো দার্শনিকসহ সাধারণ মানুষ বাহ্যজগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে (প্রসাদ, ১৯৯১: ৪৯-৫২)।

হিউমের মতে বাহ্যজগতের বা বস্তুর অস্তিত্বের সমস্যার মতো মন বা আত্মার সমস্যা জটিল বা কঠিন নয়। হিউমের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক লক, বার্কলি, মন বা আত্মা বলতে একটি দ্রব্যকে স্বীকার করেছেন। কিন্তু হিউম মন বা আত্মা বলে যে কোন আধ্যাত্মিক দ্রব্য নেই তা স্পষ্ট করে বলেছেন। হিউম প্রথমেই যুক্তি দেখান যে, আত্মা বা ব্যক্তির (Person) ধারণা কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু আমরা জানি যে, প্রত্যেক বাস্তব ধারণাই কোন না কোন ইন্দ্রিয়ছাপ হতে উৎপন্ন হয়ে থাকে। আর যদি কোন ইন্দ্রিয়ছাপ আত্মার ধারণাকে সৃষ্টি করেও থাকে, তাহলে ঐ ইন্দ্রিয়ছাপটিকে আমাদের গোটা জীবন ধরে একই রকম অপরিবর্তনীয় অবস্থায় নিশ্চয়ই অব্যাহত থাকতে হবে। কারণ আত্মার অস্তিত্ব ঐভাবেই বজায় থাকে বলে মনে করা হয়। কিন্তু আমরা এমন কোন ইন্দ্রিয়ছাপের সন্ধান পাই না যা অপরিবর্তনীয় এবং স্থির। যেমন, আনন্দ ও বেদনা, সুখ ও দুঃখ, অতিরাগ ও সংবেদন-এ সবই পরস্পরকে পরম্পরাক্রমে অনুসরণ করলেও কখনোও একই সাথে অবস্থান করে না। সুতরাং এসব বা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে আত্মার ধারণা গৃহীত হতে পারে না। তাই এমন কোন ধারণাও আমাদের থাকতে পারে না।

ইন্দ্রিয়ছাপের যুক্তির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক দ্রব্য হিসেবে আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে হিউম মানসিক অবস্থার সমাহার বা সমষ্টি হিসেবে আত্মাকে স্বীকার করেন। ঠিক যেভাবে গুণের সমষ্টি হিসেবে বার্কলি জড়দ্রব্যকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বার্কলি বলেন, 'গুণাতিরিক্ত জড় দ্রব্য' কথার কোন অর্থ হয় না, অনুরূপভাবেই হিউমও বলেন, 'বিভিন্ন মানসিক অবস্থাতিরিক্ত আধ্যাত্মিক দ্রব্য (আত্মা)' কথার কোন অর্থ হয় না। কারণ বিভিন্ন মানসিক অবস্থাতিরিক্ত মন বা আত্মা বলে কিছুই নেই। এক্ষেত্রে তাহলে প্রশ্ন ওঠে-মন বা আত্মা বলে যদি কোন আধ্যাত্মিক দ্রব্য না থাকে এবং মন বা আত্মার অর্থ যদি হয় বিভিন্ন মানসিক অবস্থার সমাহার তাহলে ব্যক্তিমনের ঐক্য কীভাবে সম্ভব?

যেভাবে হিউম বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করেছেন ঠিক সেভাবেই তিনি ব্যক্তিমনের ঐক্য বা অভিন্নতা ব্যাখ্যা করেছেন। হিউম বলেন, যখন আমি আমার 'আমি' (Myself) বলতে যা বোঝায়, তার মাঝে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে প্রবেশ করি, তখন আমি কোন না কোন বিশেষ প্রত্যক্ষণের ওপর, গরম বা ঠাণ্ডার ওপর, আলো বা ছায়ার ওপর, ভালোবাসা বা ঘৃণার ওপর, বেদনা বা আনন্দের ওপর, হোঁচট খাই। আমি কোন প্রত্যক্ষণ ছাড়া আমাকে ধরতে পারি না। প্রত্যক্ষণ ছাড়া আমি কখনো অন্য কিছুকে লক্ষ্যও করি না। যখন আমার প্রত্যক্ষণগুলোকে কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে নেয়া হয়, যেমন নিদ্রায়, তখন আমি আমার সম্পর্কে অচেতন থাকি। সুতরাং বলা যায় যে, তখন আমি আর অস্তিত্বশীল থাকি না। মৃত্যুর ফলে আমার সব প্রত্যক্ষণ যদি বিলুপ্ত হয়ে যেতো এবং আমার দেহাবসানের পর আমি যদি চিন্তা করতে কিংবা দেখতে কিংবা অনুভব করতে কিংবা ভালোবাসতে, কিংবা ঘৃণা করতে সক্ষম না হতাম, তাহলে আমি সম্পূর্ণরূপেই ধ্বংস হয়ে যেতাম। আমার পরিপূর্ণ অনস্তিত্বের জন্য আর কিসের প্রয়োজন, তা আমার ধারণাতীত। হিউম বলেন কেউ যদি সংস্কারমুক্ত হয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, আত্মা সম্পর্কে তাঁর ভিন্ন কোন ধারণা রয়েছে, তাহলে আমাকে স্বীকার করতে হয় যে, আমি তাঁর সাথে যুক্তি-তর্ক করতে অসমর্থ। হয়তো তিনি সরল ও অব্যাহত কোনকিছুকে প্রত্যক্ষ করেন যাকে তিনি তাঁর 'নিজ আত্মা' (himself) বলে অভিহিত করেন। তবে আমি নিশ্চিত যে, আমার মধ্যে এমন কোন সূত্র (principle) নেই (Hume 1970, 301-302)|

হিউম বলেন কিছু সংখ্যক অধিবিদ্যাবিদ (metaphysicians) ছাড়া আমি বাকি মানবজাতি সম্পর্কে বলতে পারি যে, তাঁরা বিভিন্ন প্রত্যক্ষণের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই না এবং এসব প্রত্যক্ষণ আমাদের

ধারণাতীতভাবে দ্রুততার সাথে পরস্পরকে অনুসরণ করে। এগুলো সবসময়েই পরিবর্তিত হতে থাকে কারণ সবসময়েই এগুলো গতিশীল। কিন্তু আত্মার মাঝে এমন কোন শক্তি নেই যা অন্তত এক মুহূর্তের জন্যেও অপরিবর্তিত থাকে, আমাদের মন হচ্ছে এক ধরনের রঙ্গমঞ্চ যেখানে বহু প্রত্যক্ষণ ক্রমান্বয়ে আবির্ভূত হয় আবার ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। এ সকল প্রত্যক্ষণ এতটাই পরিবর্তনশীল যে বিভিন্ন সময়ের মধ্যেও এর মাঝে কোন অভিন্নতা বজায় থাকে না। যদি তাই হয়, তাহলে কীভাবে সমস্ত জীবন ধরে আমাদের এক অপরিবর্তনীয় ও বিরামহীন অস্তিত্ব থাকে এবং কীভাবেই বা ব্যক্তিমনের ঐক্য বা অভিন্নতা বজায় থাকে? হিউম বলেন, যে-সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষণ দিয়ে মন গঠিত হয় তাদের সকলের মধ্যেই পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পারম্পর্য লক্ষ্য করা যায়। স্মৃতি অতীত প্রত্যক্ষণের প্রতিরূপের সাহায্যে আমাদের প্রত্যক্ষণগুলোর মধ্যে একটি সাদৃশ্যের সম্বন্ধ স্থাপন করে। কল্পনা এই পথে অগ্রসর হয়ে সাদৃশ্যকে স্থায়িত্ব বা অভিন্নতার রূপ দেয়। অর্থাৎ, স্মৃতিতে যাকে সদৃশ বলে জানা যায়, কল্পনায় তাকে স্থায়ী বা এক বা অভিন্ন বলে মনে হয়। তারপর আমাদের প্রত্যক্ষণগুলো কার্যকারণ সম্বন্ধের দ্বারা পরস্পর আবদ্ধ হয় এবং আমাদের ইন্দ্রিয়জগুলো সেই অনুসারে ধারণা সৃষ্টি করে, এই ধারণাগুলো আবার অন্য ইন্দ্রিয়জের সৃষ্টি করে। একটি চিন্তা অন্য চিন্তাকে অনুসরণ করে, তা আবার অন্য চিন্তাকে অনুসরণ করে। এই ক্ষেত্রেও স্মৃতিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ, আমাদের প্রত্যক্ষণগুলোর কার্যকারণ সম্বন্ধ আমরা কেবলমাত্র স্মৃতির সাহায্যেই জানতে পারি। সুতরাং স্মৃতিই মানস-ঐক্য বা অভিন্নতার মূল। স্মৃতির ভিত্তিতে আমাদের প্রত্যক্ষণগুলো অনুষঙ্গের নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ হয় এবং আমরা যেখানে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত প্রত্যক্ষণের পারম্পর্য বর্তমান সেখানে তাদের মধ্যে অভিন্নতার সম্বন্ধ কল্পনা করি। যেমন বাহ্যজগতের ক্ষেত্রে তেমনি মনের ক্ষেত্রে অভিন্নতা আমাদের কল্পনা, এর কোন তাত্ত্বিক ভিত্তি নেই। মনের ঐক্য বা আত্মার অভিন্নতা সম্বন্ধে হিউমের এই ব্যাখ্যা যে ক্রটিশূন্য নয়, এ কথা তিনি নিজেই *ট্রিটিজ* গ্রন্থের পরিশিষ্টে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, এটা এমন সমস্যা যা তাঁর বুদ্ধিতে সমাধান করা সম্ভব নয়; এই ক্ষেত্রে তিনি সংশয়বাদী (চক্রবর্তী, ২০০০: ৯৩)।

বাহ্যজগত বা বস্তুর অস্তিত্ব এবং ব্যক্তিমন বা আত্মার অভিন্নতা প্রমাণ করতে গিয়ে হিউম নানা যুক্তি উপস্থাপন করলেও শেষ পর্যন্ত কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু হিউম নিজেও জানতেন যে, কোন কিছু প্রমাণে কল্পনা কখনো শক্তিশালী ভিত্তি হতে পারে না। এজন্য তিনি এ ক্ষেত্রে সংশয়বাদী মনোভাব পোষণ করেছেন। আবার তিনি তাঁর *An Enquiry Concerning Human Understanding* গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে "Of a Particular Providence and a Future State" শিরোনামে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। "Providence" বলতে তিনি ঈশ্বরকে এবং "Future state" বলতে তিনি আত্মার মরণোত্তর অস্তিত্ব বা আত্মার অমরত্বকে বুঝিয়েছেন। সাধারণভাবে বলা যায়, বাহ্যবস্তু এবং আত্মার অভিন্নতা সম্পর্কে হিউমের যে দৃষ্টিভঙ্গি ঈশ্বর ও আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে হিউমের সেরূপ দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থাৎ সংশয়ী দৃষ্টিভঙ্গি। হিউম স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, বিভিন্ন ধর্মে ঈশ্বরের উপর যেসব গুণ আরোপ করা হয় তার কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হিউম কার্যকারণ সংক্রান্ত দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র উল্লেখ করেছেন। একটি সূত্র হলো এই-

১। কার্য ও কারণের মধ্যে সমতার সম্পর্ক থাকবে। হিউম বলেন,

> When we infer any particular cause from an effect, we must proportion the one to the other (Hume, 1748 : 94).

> যদি আমরা কোন কার্য খ ধরে নিই এবং খ-এর কারণ হিসেবে ক অনুমান করি, অর্থাৎ যদি ক-এর পরিচয় কেবল এই হয় যে-ক হলো খ-এর কারণ, তাহলে কারণ ক থেকে খ-ছাড়া অন্য কোন কার্য অনুমান করা যাবেনা। এরকম ক্ষেত্রে 'ক' ও 'খ'-এর কারণ সমনাম (Synonym) বলে গণ্য।

২। দু'টি পদার্থের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক থাকতে হলে পদার্থ দু'টিকে সামান্য পদার্থ হতে হবে।

হিউম বলেন,

It is only when two species of objects are found to be constantly conjoined, that we can infer the one from the other... (প্রসাদ, ১৯৯১ : ১২৫)।

যদি কেউ এমন কোন কার্যের সাক্ষাৎ পায়, যা অদ্বিতীয়, যা অনন্য, যাকে কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, তাহলে তার কারণ সম্পর্কেও কোনরূপ অনুমান হতে পারে না।

কার্যকারণ তত্ত্ব সম্পর্কে হিউমের ধারণা ব্যাখ্যা করলে সাধারণভাবে বলা যায় আমরা যদি প্রতিনিয়ত দু'টি ঘটনাকে পরপর ঘটতে দেখি তাহলে পূর্ববর্তী ঘটনাকে পরবর্তী ঘটনার কারণ বলে অভিহিত করি। যেমন: ক-জাতীয় কোন ঘটনাকে যদি সবসময় খ-জাতীয় ঘটনার পূর্বে ঘটতে দেখা যায় তাহলে বলা যায়, ক হলো খ-এর কারণ। এভাবে কার্যকারণ তত্ত্ব সম্পর্কে হিউম যে দু'টি সূত্রের উল্লেখ করেছেন তাকে আপাতদৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য মনে হলেও হিউম এ সূত্রগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও আত্মার অমরত্ব খন্ডন করার চেষ্টা করেছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের যুক্তিগুলোর মধ্যে হিউম উদ্দেশ্যমূলক যুক্তিকে বেছে নেন। উদ্দেশ্যমূলক যুক্তির মূল বক্তব্য হলো, আমরা পৃথিবীতে যে বৈচিত্র্য, নিয়ম-শৃঙ্খলা, এবং লক্ষ্য ও উপায়ের মধ্যে সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত দেখি তা ঈশ্বর ছাড়া সম্পাদিত হতে পারে না। কারণ সম্পর্কিত প্রথম সূত্রটির প্রয়োগ করে হিউম বলেন, ধরা যাক- আমরা মানতে পারি না যে, পৃথিবীতে যে নিয়ম-শৃঙ্খলা তা আকস্মিক, অকারণ বা উদ্দেশ্যহীন, সম্পূর্ণ অপরিচালিত কোন জড়শক্তির কার্য। আরও ধরা যাক- পৃথিবীর নিয়ম-শৃঙ্খলা থেকে অনুমান করা যায় যে, এই পৃথিবী পূর্বপরিকল্পিত ও কোন স্রষ্টার সৃষ্টি। এই স্রষ্টা হিসেবে আমরা যে ঈশ্বরের কল্পনা করি তাতে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, মঙ্গলময় ও সর্বপ্রকার সদ্‌গুণবিশিষ্ট ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। কারণ, প্রথম কারণিক সূত্র অনুযায়ী কোন কার্য খ থেকে যদি কোন কারণ ক অনুমান করা হয়, তাহলে ক খ-এর কারণ হওয়া ছাড়া অন্য কিছুর কারণ হতে পারে না। এ হিসেবে আমরা ঈশ্বরকে শুধুমাত্র জগতের স্রষ্টা বলেই অভিহিত করতে পারব কিন্তু সর্বজ্ঞতা, মঙ্গলময়, সর্বশক্তিমান প্রভৃতি গুণগুলো ঈশ্বরের ওপর আরোপ করতে পারব না। হিউম বলেন,

> যদি এমন হয় যে, কোন কারণ কেবল তার কার্য থেকে অনুমেয়, তাহলে কার্য উৎপাদনের জন্য কারণটিতে যে যে ধর্ম থাকা আবশ্যক, কারণটিতে তার অতিরিক্ত কোন ধর্ম আরোপ করা অনুচিত (প্রসাদ, ১৯৯১: ১২৬)।

কারণ সংক্রান্ত দ্বিতীয় সূত্রটি প্রয়োগ করেও হিউম ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক উদ্দেশ্যমূলক যুক্তিটি খন্ডন করার চেষ্টা করেন। এ সূত্র অনুসারে দু'টি পদার্থের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক থাকতে হলে পদার্থ দু'টিকে অবশ্যই সমজাতীয় হতে হবে, অনন্য হলে চলবে না। কিন্তু ঈশ্বরবাদীরা ঈশ্বরকে অনন্য, অদ্বিতীয় ও জগৎ-অতিশায়ী পদার্থ হিসাবে কল্পনা করে থাকে। অন্যদিকে পৃথিবীও একটি অদ্বিতীয় পদার্থ। সুতরাং এদের মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ঈশ্বর জগৎ বা পৃথিবী অন্য কোন পদার্থের সদৃশ নয়। সুতরাং কার্য-কারণ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করতে হলে যে নিয়ত সংযোগ পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন, এ

ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। সুতরাং জগৎ-কর্তা হিসাবে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এজন্য ধর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে হিউম "religious hypothesis" কথাটি প্রয়োগ করেছেন। হিউমের মতে, ঈশ্বর নামক ধর্মীয় প্রকল্পটি একটি অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প, কারণ ঈশ্বর নামক কারণের জ্ঞান আমরা আহরণ করি বিশ্ব নামক কার্যের কারণ হিসাবে। সুতরাং যুক্তিসঙ্গত অনুমানের বিধি অনুসারে আমরা অনুমিত কারণ (ঈশ্বর) থেকে আর কিছুই সঙ্গতভাবে অনুমান করতে পারি না।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে যেমন, আত্মার অমরত্ব সম্পর্কেও হিউম তেমন সংশয়ী। তবে তিনি কি আত্মার অমরত্ব, কি ঈশ্বর, এদের কোনটিরই যৌক্তিক সম্ভবনা অস্বীকার করেন নি। যথা-তাঁর মতে, 'আত্মা অমর' এ কথা বললে কোন স্ববিরোধী উক্তি করা হয় না। সুতরাং আত্মার অমরত্ব যৌক্তিকভাবে অসম্ভব নয়। প্রসঙ্গত, বস্‌ওয়েল (Boswell) হিউমকে সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন; তিনি আত্মার অমরত্ব বিশ্বাস করেন কি না। এ প্রশ্নের উত্তরে হিউম বলেছিলেন, "আগুনে যেসব কয়লার টুকরো নিক্ষেপ করা হয় তার কোনটি অদগ্ধ থেকেও যেতে পারে।" এ কথার অর্থ ঃ হিউম কখনও আত্মার মরণোত্তর অস্তিত্বের যৌক্তিক সম্ভবনা অস্বীকার করেন নি (প্রসাদ, ১৯৯০ : ১২৮)।

An Enquiry Concerning Human Understanding গ্রন্থের সর্বশেষ বিভাগে হিউম সংশয়বাদ নিয়ে আলোচনা করেন এবং দুই ধরনের সংশয়বাদের কথা বলেন- প্রারম্ভিক সংশয়বাদ (Antecedent Scepticism) ও সিদ্ধান্তগত সংশয়বাদ (Consequent Scepticism)। "প্রারম্ভিক সংশয়বাদ" বলতে তিনি বোঝেন এমন সংশয়বাদ যা সর্বপ্রকার আলোচনা ও দর্শনের পূর্বগামী (antecedent to all study and Philosophy)- যে ক্ষেত্রে কোন অনুসন্ধান ও আলোচনা শুরু করার পূর্বেই প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করা হয়। প্রারম্ভিক সংশয়বাদের উদাহরণ হিসেবে হিউম উল্লেখ করেছেন ডেকার্টের সংশয়বাদ। ডেকার্ট সব কিছুকে সংশয় করে আদি নিঃসন্দিগ্ধ সত্তায় উপনীত হয়েছিলেন এবং এই সত্তার ভিত্তিতে অন্য সকল কিছু প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হিউম বলেন, আদি নিঃসন্দিগ্ধ সত্তা বলে কিছু নেই। আর যদিও বা থাকে তবে এই সত্তার অতিরিক্ত কোন কিছুই প্রমাণ করা যায় না, কারণ যে মানসিক বৃত্তি দিয়ে প্রমাণ করা হবে তাই সন্দিগ্ধ। হিউম বলেন, কার্টেসিয় সংশয়বাদ বস্তুতঃ সম্ভবই নয়, আর যদিও বা সম্ভব হয় তবে এই সংশয়বাদ থেকে মুক্তিলাভের কোন পথ নেই। প্রারম্ভিক সংশয়বাদের বিরূপ সমালোচনা করলেও, হিউম এ কথা স্বীকার করেন যে-

> এরূপ সংশয়বাদ দর্শন পাঠের আবশ্যিক প্রথম সোপান। সংশয়বাদ অনুসরণ করে দার্শনিক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলে স্বভাবতই আমাদের বিচার বিবেচনা হবে একদেশদর্শিতা ও পক্ষপাত মুক্ত; নিরপেক্ষ ও মুক্ত দৃষ্টিতে আমরা অগ্রসর হতে পারব। এ সংশয়বাদ আমাদের যুক্তিহীন বিশ্বাস ও কুসংস্কার দূর করে বৌদ্ধিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সাহায্য করে (Hume, 1748 : 103-104)।

"সিদ্ধান্তগত সংশয়বাদ" বলতে হিউম বোঝেন এমন সংশয়বাদ যা সকল বিশ্বাস ও অনুসন্ধানের অনুগামী। মনে করা যাক, দার্শনিকেরা বিচার বিবেচনার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বা মানস সামর্থ্যের ক্ষমতা সীমিত অথবা এদের সাহায্যে কোন নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে আসা যায় না বা এসব প্রকৃত জ্ঞানলাভের যোগ্য পন্থা নয়। এক্ষেত্রে যে সংশয়বাদ তা অবশ্যই সিদ্ধান্তগত সংশয়বাদ। সিদ্ধান্তগত সংশয়বাদ আবার দুই প্রকার-(১) ইন্দ্রিয় সম্পর্কিত সংশয়বাদ (২) যুক্তি বা বুদ্ধি-সম্পর্কিত সংশয়বাদ। *Treatise* গ্রন্থে হিউম ইন্দ্রিয়সম্পর্কিত সংশয়বাদ প্রথম আলোচনা করেছেন, কিন্তু *Enquiry*

গ্রন্থে তিনি আলোচনার ভিন্নক্রম অনুসরণ করেছেন। হিউম *Enquiry* গ্রন্থে যেহেতু *Treatise* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের যুক্তিসমূহকে সংশোধিত ও সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করেন সেজন্য আমি ইন্দ্রিয়সম্পর্কিত সংশয়বাদ সম্পর্কে Enquiry থেকে আলোচনা করব।

> ইন্দ্রিয়সম্পর্কিত সংশয়বাদের উদাহরণ দিতে গিয়ে হিউম বলেন ঃ নৌকার দাঁড় আংশিকভাবে জলে নিমজ্জিত হলে বাঁকা দেখায়, একটা চোখের উপরে চাপ দিলে দ্বি-প্রতিরূপ দেখা যায়। এ জাতীয় দৃষ্টান্ত আমাদের সংশয়ী করে তোলে এবং এরূপ দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়, ইন্দ্রিয়ানুভবে যা পাই তা বুদ্ধি দিয়ে সংশোধন করা প্রয়োজন (Hume, 1748: 104)।

হিউমের মতে, আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতা হলো ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য সম্পর্কে আস্থাবান থাকা এবং মননিরপেক্ষ বাহ্যজগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করা। কিন্তু আমরা যদি সামান্যতম দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণ করি তাহলে খুব সহজেই উক্ত সার্বিক ও প্রাথমিক বিশ্বাসের অযৌক্তিকতা ধরা পড়ে। সিদ্ধান্তগত সংশয়বাদ আলোচনা প্রসঙ্গে হিউম যা বলেন তার সাথে বার্কলির যুক্তির সাদৃশ্য পাওয়া যায়। বার্কলির মতো হিউমও বলেছেন, এ কথা বলা যায় না যে-গৌণ গুণের বস্তুগত ভিত্তি নেই, কিন্তু মুখ্য গুণের ধর্ম বস্তুগত। যাকে ভ্রম প্রত্যক্ষণমূলক যুক্তি (argument from illusion) বলা হয়, হিউম এ প্রসঙ্গে যে যুক্তি প্রয়োগ করেছেন তাতে তিনি লকের মতো আপেক্ষিকতা যুক্তির সাহায্য নিয়েছেন। অর্থাৎ একই বস্তু বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বা একই ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন সময়ে বা পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষে আমরা যা পাই তা বস্তুগত ধর্ম বলে গণ্য হতে পারে না।

যুক্তি বা বুদ্ধি-সম্পর্কিত সংশয়বাদ দুই প্রকার- (১) বিমূর্ত ধারণা-সম্পর্কিত সংশয়বাদ (২) মূর্তবস্তু-সম্পর্কিত সংশয়বাদ। বিমূর্ত যুক্তির বৈধতা সম্পর্কে যে সংশয়বাদ, হিউমের মতে তার মূলে আছে দেশ ও কাল সম্পর্কে এক বিশেষ ধারণা। যেমন, আমরা যদি মনে করি যে, দেশ অনন্ত বিভাজ্য তাহলে আমাদের এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, যে কোন খন্ডদেশই বৃহত্তর দেশের অর্ন্তভুক্ত এবং অনন্ত বিভাজ্য। কিন্তু এ কল্পনা মানববুদ্ধিতে সহজগ্রাহ্য নয়। কারণ দেশের অনন্ত বিভাজ্যতা স্বীকার করলে আমাদেরকে এই উদ্ভট কথাও মানতে হবে যে, যে কোন দেশ ও তার অংশ অনন্ত বিভাজ্য। আবার, যদি মনে করা হয়, কাল অনন্ত বিভাজ্য, তবে যে কোন ক্ষুদ্র কালেরই অনন্ত বিভাজ্যতা স্বীকার করতে হয়। কিন্তু বর্তমান ক্ষুদ্র কাল নিমেষে অতীতে পরিণত হয়। কাজেই তার অনন্ত বিভাজ্যতার কথা সাধারণ বুদ্ধিতে গ্রহণ করা কঠিন। দেশ ও কাল অনন্ত বিভাজ্য নয়-এ কথা স্বীকার করে এ জাতীয় সংশয়বাদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

মূর্তবস্তু-সম্পর্কিত সংশয়বাদ দুই প্রকার (১) লৌকিক (২) দার্শনিক। মূর্তবস্তু সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ধারণা বা একই লোকের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা বা বিভিন্ন সমাজ বা জাতির বিভিন্ন ধারণা সাধারণত: মূর্তবস্তু-সম্পর্কিত প্রচলিত সংশয়বাদ সৃষ্টি করে। হিউমের মতে এ জাতীয় সংশয়বাদ জীবনের ক্ষেত্রে একেবারেই গুরুত্বহীন। পিরোবাদ বা মাত্রাতিরিক্ত সংশয়বাদ লোক-ব্যবহার এবং জাগতিক জীবনের দ্বারা খণ্ডিত হয়। জীবনে এবং লোক-ব্যবহারে এ জাতীয় সংশয়বাদের কোন অস্তিত্ব নেই। অতিরিক্ত চিন্তায় অনাগ্রহ ও অমনোযোগ এবং জীবনপ্রবাহে আত্মসমর্পণ এ জাতীয় সংশয়বাদ থেকে মুক্তিলাভের উপায়।

হিউম বলেন, দার্শনিক-কথিত মূর্তবস্তু সম্পর্কিত সংশয়বাদ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। হিউমের মতে তাঁর কার্যকারণ সম্পর্কিত মত এই শ্রেণীর সংশয়বাদের মুখ্য দৃষ্টান্ত। যেমন- ক ও খ-এর মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে-এ কথার অর্থ, প্রায়ই এদের সংযুক্ত থাকতে দেখা যায়ঃ

অতীতে ক ও খ-এর সতত সংযোগ দেখেছি, কাজেই ভবিষ্যতেও ক ঘটলে খ ঘটবে এ স্থির বিশ্বাসের পেছনে কোন সুযুক্তি নেই; ক ঘটছে সুতরাং খ ঘটবে এ জাতীয় যুক্তির পেছনে অভ্যাস ও সহজাত বৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নেই; আর এ বৃত্তি অন্যান্য বৃত্তির মতোই আমাদের বিভ্রান্ত ও প্রবঞ্চিত করতে পারে (প্রসাদ, ১৯৯১: ১৪৫)।

হিউম উল্লেখিত সংশয়বাদের ধরনগুলো নিম্নে দেখানো হলোঃ

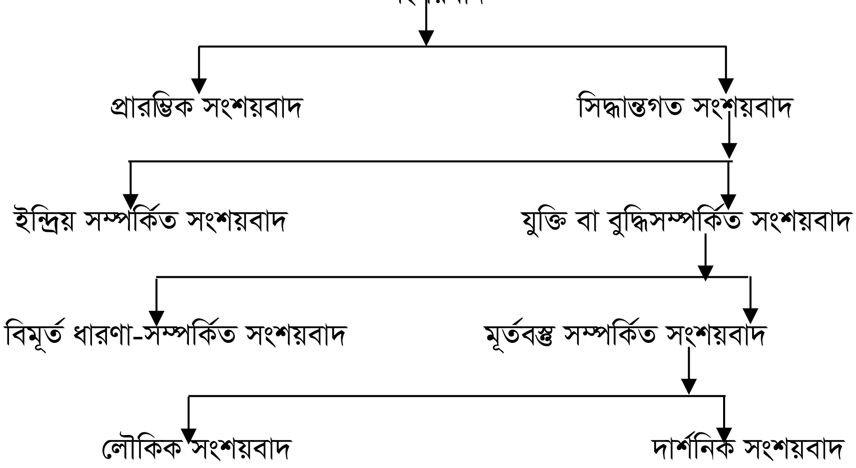

উক্ত কতিপয় সংশয়বাদ আলোচনা করার পর হিউম সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, গণিতশাস্ত্রে এবং অমূর্ত ধারণার সম্বন্ধের ক্ষেত্রে সংশয়বাদের কোন সঙ্গত ভিত্তি নেই। এসব ক্ষেত্রে যে ধরনের সংশয় উপস্থাপন করা হয় তা একটু বিশ্লেষণ করলেই তার থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। আবার মূর্ত বস্তুর ক্ষেত্রে সংশয় সম্ভব হলেও সেখানে অতিরিক্ত সংশয়বাদের কোন ভিত্তি নেই। অর্থাৎ হিউম অতিরিক্ত সংশয়বাদের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তিনি স্বীকার করতেন যে, সংযত সংশয়বাদ ও বিচারগত সংশয়বাদ প্রয়োজনীয়। কারণ আমাদের মনের যে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করার সামর্থ্য আছে এই জাতীয় সংশয়বাদ তাদের আলোচনাতেই সীমিত থাকার পক্ষপাতী। বিমূর্ত বিজ্ঞান বা গণিতশাস্ত্র বা বিমূর্ত ধারণার ক্ষেত্রে নিশ্চিত জ্ঞান সম্ভব হলেও মূর্ত বস্তুর জ্ঞান কখনো গণিতশাস্ত্রের জ্ঞানের মতো নিশ্চিত হতে পারে না। যেমন, মূর্ত বস্তুর অনুমানের ভিত্তি কার্যকারণ-সম্বন্ধ হলো অভিজ্ঞতাভিত্তিক এবং এই সম্বন্ধের কোন গাণিতিক নিশ্চয়তা নেই।

হিউমের মতে, সংশয়বাদ অনুসারে ধর্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাসের ব্যাপার, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক বলে খ্যাত রেনে ডেকার্ট নিশ্চিত দার্শনিক জ্ঞান লাভের জন্য সংশয়কে উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং কারণিক যুক্তি, কারণিক যুক্তির অনুরূপ ও তত্ত্ববিষয়ক যুক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, ঈশ্বরই হলো সকল

কিছুর ধারক ও বাহক। ডেকার্ট সংশয়কে দার্শনিক উপায় হিসেবে স্বীকার করে নিলেও সংশয়কে চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে মেনে নেন নি। ডেকার্ট ও হিউম উভয়ই সংশয়বাদ নিয়ে আলোচনা করলেও পদ্ধতি ও প্রয়োগের দিক থেকে তাদের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। হিউম বলেন, এই সংশয়বাদ নির্বিচার এবং ধর্মান্ধতার প্রতিষেধক এবং দার্শনিকদের পক্ষে অত্যন্ত আদরণীয়। কিন্তু দার্শনিক হওয়া মানেই কিম্ভুতকিমাকার হওয়া নয়; জীবনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে অতিরিক্ত চিন্তামগ্নতা অস্বাভাবিকতা। সেজন্যই তিনি বলেছেন-দার্শনিক হও, কিন্তু, সমস্ত দার্শনিকতার মধ্যে তুমি যে একজন জীবন্ত, চলন্ত ও স্বাভাবিক মানুষ, একথা ভুলে যেয়ো না (Hume, 1748: 8)।

পর্যালোচনা

দর্শনের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে প্রচলিতভাবে সাধারণ মানুষ ও অনেক দার্শনিক বাহ্যবস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ ও সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে দার্শনিকেরা দু'টি দলে বিভক্ত হয়েছেন, তা হচ্ছে বস্তুবাদ ও ভাববাদ। বস্তুবাদ অনুসারে কেউ জানুক বা না জানুক বস্তুর মন-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। অন্যদিকে ভাববাদ অনুযায়ী বস্তুর স্বরূপ আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তির মনের ওপর নির্ভরশীল। ডেভিড হিউমের পূর্ববর্তী দার্শনিক জর্জ বার্কলিকে ভাববাদী দার্শনিক হিসেবে অভিহিত করা হয়, কারণ বার্কলি মন-নিরপেক্ষ বাহ্যবস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। আবার আধুনিক যুগের অভিজ্ঞতাবাদের জনক হিসেবে খ্যাত জন লকের মতে আমরা সরাসরি জড়বস্তু বা জড়দ্রব্যকে জানতে পারি না, আমরা যা জানি তা হলো বস্তুর গুণ (মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ)। হিউম বাহ্যবস্তু প্রসঙ্গে বলেন, সাধারণ অভিজ্ঞতা আমাদের বাইরে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বশীলতা নির্দেশ করলেও আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ বলে না যে, আমাদের বাইরে বস্তুসমূহ স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল থাকতে পারে। কারণ আমরা যখন এ সকল বস্তুর সংবেদন থেকে দূরে অবস্থান করি তখনও বস্তুসমূহ অস্তিত্বশীল থাকে এ কথা আমরা কীভাবে বলতে পারি? অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্বশীলতা প্রসঙ্গে হিউম সংশয় প্রকাশ করেন।

ইমানুয়েল কান্টের মতে, হিউমের অভিজ্ঞতাবাদের যৌক্তিক ফলাফল ছিল কোন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকতে পারে না, এবং এ বিষয়টিই হিউমকে দার্শনিক সংশয়বাদের দিকে পরিচালিত করে (Enocn, 1975 : 302-303)

আধুনিক যুগের যে সকল দার্শনিক বাহ্যবস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করেন তাদের মতবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমকালীন যুগে বস্তুবাদী নামক দার্শনিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। বিভিন্ন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে চার ধরনের বস্তুবাদী মতবাদের (সরল বস্তুবাদ, নব্য বস্তুবাদ, প্রতীরূপী বস্তুবাদ ও বিচারমূলক বস্তুবাদ) সন্ধান পাওয়া যায়। এ চার ধরনের মতবাদের মধ্যে নব্য বস্তুবাদ (Neo-realism) সমকালীন যুগে বেশি প্রভাব বিস্তার করে। ক্যামব্রিজ দার্শনিকগণের মধ্যে মূর ও রাসেল নব্য বস্তুবাদের নেতৃত্ব দেন। রাসেল তাঁর *A History of Western Philosophy* গ্রন্থে হিউমের সংশয়বাদ প্রসঙ্গে বলেন, *Treatise* গ্রন্থের শেষের দিকে হিউম মৌলিক সন্দেহসমূহের সবকিছু ভুলে যান এবং তাঁর সমসাময়িক সংস্কারমুক্ত ও উদার নীতিবিদদের মতকেই সমর্থন করেন। তিনি অমনোযোগিতা (inattention) এবং অসতর্কতাকে (carelessness) তাঁর সন্দেহসমূহের প্রতিকার হিসেবে উল্লেখ করলেও তাঁর সন্দেবাদ আন্তরিক না, কারণ তিনি তাঁর সন্দেহবাদকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারেন নি (Russell, 1961 : 646)

১৯০৩ সালে জি.ই.মূর *Mind* পত্রিকায় 'ভাববাদ খন্ডন' *(The Refutation of Idealism)* নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। মূরের পূর্ববর্তী যে সকল দার্শনিক বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন তাদের উদ্দেশ্যে মূর বলেন, এই যে একটি হাত, আর এই যে আরেকটি, তা স্পষ্ট দেখার পরও কি বলা যায় যে জড়বস্তুর

অস্তিত্ব নেই (ইসলাম, ২০০৭: ২২০)। মূরসহ অন্যান্য নব্য বস্তুবাদী দার্শনিকের মতে বস্তুর অস্তিত্ব কখনোই প্রত্যক্ষ বা জ্ঞাতার ওপর নির্ভর করে না। তাদের মতে আমরা যখন নতুন একটি বস্তু বা স্থান প্রথম প্রত্যক্ষ করি তখন প্রত্যক্ষ করলাম বলেই বস্তু বা স্থানটির সৃষ্টি হলো; এমনটা নয়। যেমন, চাঁদকে আমরা পূর্বে বা এই মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করছি না বলে বা এর সংবেদন থেকে দূরে আছি বলে চাঁদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারি না। অর্থাৎ চাঁদের অস্তিত্ব মানব প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভরশীল নয়। আবার কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্বেই এর অস্তিত্ব ছিল, মানুষ তা জানত না বলে প্রত্যক্ষও করেনি। সুতরাং নব্য বস্তুবাদীদের মতে, অস্তিত্ব ও প্রত্যক্ষ এক নয়, কারণ তাঁরা প্রত্যক্ষের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন।

বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বে সংশয় প্রকাশ করার পর হিউম মনের অস্তিত্ব প্রসঙ্গেও সংশয় প্রকাশ করেন। বিষয়টা এমন যে বস্তু নেই, সুতরাং মনও নেই। এ প্রসঙ্গে উইল ডুরান্ট বলেন, বার্কলি যেমন বস্তুকে ধ্বংস করেছিলেন তেমন হিউমও কার্যকরভাবে মনের অস্তিত্বকে ধ্বংস করেন।

বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে এডমান্ড হুর্সেল বলেন, অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে এমনভাবে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব নির্দেশ করে যে এর একটি অর্থ আছে এবং যাকে জানা যায় ও যার অর্থপূর্ণ কার্যাবলিকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বাহ্যবস্তুকে কোন-না-কোন অর্থ নির্দেশ করতে সক্ষম হতেই হবে, কারণ বস্তু যে অর্থ নির্দেশ করে, তাতেই তার স্বরূপ নিহিত থাকে। আমরা যদি বস্তু থেকে দূরেও অবস্থান করি, সেক্ষেত্রেও বস্তুর অবস্থান ধ্বংস না হয়ে অব্যাহত থাকে। আমরা বাহ্যবস্তুকে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে প্রত্যক্ষ করি বলে বস্তুর সঠিক অর্থ কী হবে, এ ব্যাপারে আমরা কখনও সঠিক ও সুনিশ্চিত হতে পারি না। এ কারণেই তাদের বিচার করতে গিয়ে আমরা প্রায়শই ভ্রান্তির সম্মুখীন হই (ইসলাম, ২০০৭ : ২০৮)।

মূল্যায়ন

ডেভিড হিউম আধুনিক যুগের একজন অন্যতম প্রভাবশালী অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক। অভিজ্ঞতাবাদ এবং পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক বার্কলির 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-নির্ভর'-এই দু'টি মতকে গ্রহণ করে হিউম জ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কে একটা যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়েছিলেন। এজন্যে হিউমের অভিজ্ঞতাবাদকে সংবেদনবাদ বা সংশয়বাদ নামে অভিহিত করা হয়। হিউমের মতে, দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সকল জ্ঞান অর্জন করি তার সবই 'ইন্দ্রিয়জ' (impressions) ও 'ধারণার' (ideas) মাধ্যমে প্রাপ্ত। বাহ্যবস্তুর সাথে ইন্দ্রিয়সমূহের সরাসরি সংস্পর্শের মাধ্যমে যে সংবেদনের সৃষ্টি হয় তাকে হিউম 'ইন্দ্রিয়জ' বলে অভিহিত করেন। অন্যদিকে বস্তু যখন আমাদের সামনে উপস্থিত থাকে না তখন আমরা যদি ঐ বস্তুর অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চিন্তা বা কল্পনা করি, তখন তাকে 'ধারণা' বলা হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়জ ধারণা থেকে স্পষ্ট, সজীব ও শক্তিশালী। হিউমের মতে, এই ইন্দ্রিয়জ ও ধারণার বাইরে কোন স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আবার আমাদের অভিজ্ঞতা কার্যকারণ সম্বন্ধের মধ্যে কোন আবশ্যিক সম্পর্ক নির্দেশ করে না বলে হিউম মনে করেন তত্ত্ববিদ্যা, ধর্মশাস্ত্র এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আমাদের কোন সার্বিক ও আবশ্যিক জ্ঞান দিতে পারে না। আমরা যখন কোন বাহ্যবস্তুকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করি তখন এর ইন্দ্রিয়জ বা সংবেদন থাকে স্পষ্ট, কিন্তু আমরা যখন বস্তু থেকে দূরে অবস্থান করি তখন আমাদের মনে থাকে ঐ বস্তুর ধারণা। যেহেতু চিন্তা, কল্পনা ও স্মৃতি থেকে ধারণার উৎপত্তি সেহেতু এটি ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হতে থাকে এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে বিলুপ্তও হয়ে যেতে পারে। আমার মনে হয় এজন্যেই হিউম বাহ্যবস্তু, আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেন। ব্যক্তির অনুপস্থিতে বস্তুর প্রত্যক্ষকারী হিসেবে বার্কলি পরম মন বা ঈশ্বরের কথা স্বীকার করেন, কিন্তু হিউম পরম সত্তার কথা স্বীকার করেন না কারণ তিনি মনে করেন পরম সত্তা বা ঈশ্বর সম্পর্কে নিশ্চিত কোন জ্ঞান লাভ করা যায় না। আমরা যদি

বাহ্যবস্তু, আত্মা ও ঈশ্বর সম্পর্কিত হিউমের মত ভালোভাবে বিশ্লেষণ করি তাহলে এ সম্পর্কিত সকল জ্ঞান হবে সম্ভাব্য, কিন্তু সেটা মেনে নেয়া অসম্ভব। কারণ আমরা যদি পৃথিবীর সকল জ্ঞানকে সম্ভাব্য বলে স্বীকার করি তাহলে আমাদের অস্তিত্বও মূল্যহীন হয়ে যায়।

উপসংহার

আমরা জানি যে সংশয়বাদ দর্শনের পরিপন্থী নয়। কারণ সোনাকে খাঁটি হতে হলে যেমন আগুনে দগ্ধ হতে হয় তেমনি কোন বিষয়ে দার্শনিক গবেষণা পরিচালনা করে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য দার্শনিকগণ বিভিন্ন বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করে দার্শনিক জ্ঞানানুসন্ধানের পথকে আরও প্রসারিত করেন। বাহ্যজগতের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে হিউম সংশয় প্রকাশ করলেও ধীরে ধীরে ঈশ্বর, আত্মা, মানুষের মানসশক্তির দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা, বিজ্ঞান এবং সর্বোপরি দার্শনিক অনুসন্ধানের সম্ভাব্য সকল বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেন এবং তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে অভিজ্ঞতানির্ভর বিষয় সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব তা সুনিশ্চিত জ্ঞান নয়, সম্ভবপর জ্ঞান। হিউম নিজে তাঁর সংশয়বাদকে academical সংশয়বাদ বলে অভিহিত করেন। কারণ হিউম কেবল তাত্ত্বিক ব্যাপারে সংশয় অনুমোদন করেন। ব্যবহারিক ব্যাপারে তিনি স্বাভাবিক বিশ্বাসের (natural belief-এর) কথা বলেছেন, অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কে হিউম সংশয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুমোদন করেন না। তিনি বলেন, কেবল তাত্ত্বিক ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত বিশ্লেষণমূলক ও সংশয়বাদী।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

আমিনুল ইসলাম (১৯৮৪)। *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আমিনুল ইসলাম (২০০৭)। *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আমিনুল ইসলাম (২০১৩)। *পাশ্চত্য দর্শন প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

নীরদবরন চক্রবর্তী (২০০০)। *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (লক. বার্কলি. হিউম)*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা।

রমা প্রসাদ দাস (১৯৯১)। *হিউমের ইন্‌ক্যুয়ারি একটি উপস্থাপনা*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা।

Frederick Copleston, (1999). A History of Philosophy, Burns & Oates Ltd, London.

Georges Dicker (2001). Hume's Epistemology & Metaphysics, Routledge, London.

David Hume (1748). An Enquiry Concerning Human Understanding, London.

David Hume (1970). A Treatise of Human Nature, Macnabb, D.G.C. (Ed.). Fontana / Collins, Oxford.

W. Harold Noonan (2003). Hume on Knowledge, Routledge, London.

Bertrand Russell (1961). History of Western Philosophy, Routledge, London.

Stumpf, Enocn. Samuel. (1975). *Socrates To Sartre A History of Philosophy*, MC Graw-Hill Book Company, New York.

Roger Scruton (2002). *A short History of Modern Philosophy*, Routledge, London.

Barry Stroud (1995). *Hume*, Routledge, London.

Frank Thilly (1997). *History of Philosophy*, Surjeet Publications, India.